চি া বা া কে া ন

এক স্বপ্নিল স্বর্গরাজ্য

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় জাপান বরাবর সবাইকে ছাড়িয়ে। টোকিও ডিজনি সী তারই এক নবতর বিস্ময়...

লিখেছেন জাপান থেকে সেইল আবিদ

কর্মস্থলে কাজের চাপ ছিলো কম, মনও বিষণ্ন তাই সব বন্ধু মিলে পাড়ি জমালাম 'টোকিও ডিজনি সী' প্রাঙ্গণে। শিশুদের আনন্দ প্রদানের নিমিত্তে বহুকাল আগে স্যার ওয়াল্ট ডিজনি উদ্ভাবন করেছিলেন মিকি মাউস। কালের বিবর্তনে এখন ডিজনি রিসোর্টগুলো আরো পরিবর্ধিত হয়ে জাপানের অন্যতম বিনোদন মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এরই সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে 'টোকিও ডিজনি সী' যা ৪ সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে যাত্রা শুরু করেছে। পৃথিবীতে এটাই একমাত্র ডিজনি সী। তাই প্রতিদিন প্রায় ১ লাখের বেশি পর্যটক এখানে সমবেত হচ্ছেন এর সৌন্দর্য সুধা উপভোগ করতে। সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় তা দর্শনার্থীর জন্য উন্মুক্ত থাকে। লাবণ্য, প্রযুক্তি, বিনোদন সবগুলোকেই একই সূত্রে গাঁথা হয়েছে এই কেন্দ্রে। মূলত Tokyo Disney Sea— Where Adventure and imagination set sail.

ডিজনি সী-এর প্রবেশ পথে ঘূর্ণায়মান গোলক

বিশাল এই বিনোদন কেন্দ্রের প্রবেশ দ্বারেই রয়েছে World map সংবলিত এক বিশাল গোলক। যার নাম Water planet. পানিতে ভাসমান অবস্থায়, নিজ অক্ষে ঘূর্ণায়মান। এই বিশাল গোলকখানা সারাক্ষণ পানিতে ঢেউয়ের সঙ্গে পাক খেয়ে সকল আগত দর্শনার্থীদের অভ্যর্থনা জানিয়ে যাচ্ছে। এরপরেই রয়েছে বিনোদনের মূল পর্বগুলো। টোকিও ডিজনি সীতে রয়েছে মোট ৭টি আকর্ষণীয় ইভেন্ট— মেডিটারিনিয়ান হারবাল, মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড, আমেরিকান ওয়াটারফ্রন্ট, পোর্ট ডিসকভারি, লাস্ট রিভার ডেল্টা, এরাবিয়ান কোস্ট, মারমেইড লেগুন। বিনোদনের সবগুলো পর্ব একই দিনে উপভোগ করা অসম্ভব। তাই প্রথমে গেলাম মারমেইড লেগুন থিয়েটারে। জনপ্রিয় এই পর্বে রয়েছে জলপরী Ariel ও তার সঙ্গীদের লাইভ শো। জলপরী আমাদের সকলকে তার ভুবনে স্বাগতম জানিয়ে নেচে-গেয়ে তার আনন্দ দিল এবং তার ওপর শয়তানের আক্রমণ ও বন্ধু লিটল মারমেইডের সহযোগিতায় মুক্তি লাভের গল্প শোনালো। বিদায়ের প্রাক্কালে সে জানালো তার পৃথিবীতে সে সুখী এবং আমরাও যেন আমাদের পৃথিবীকে পানির তলদেশের মতো সকলে মিলেমিশে বাস করার উপযুক্ত করে তুলি।

এরপর গেলাম টোকিও সী-এর সেরা আকর্ষণ '20000 Leagues under Sea' উপভোগ করতে। এ পর্বে আমরা সাবমেরিনে চড়ে যাত্রা করলাম পানির তলদেশে। ১০ মিনিটের এই ভ্রমণকালে আমরা পানির নিচের প্রকৃতি, জীবজন্তু, প্রতিকূল আবহাওয়া, নানা রঙের মাছের লাইভ এনিমেশন দেখলাম। ফিরে গেলাম কেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় জার্নি টু দি সেন্টার অব আর্থ প্রত্যক্ষ করতে। এতে রয়েছে মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড। যেখানে

একনজরে টোকিও ডিজনি সী

বহুকাল পূর্বে নাবিকদের দেশ আবিষ্কারের কাহিনী সংবলিত বই, তাদের ব্যবহৃত জাহাজ সামগ্রী ইত্যাদি। এর সর্বশেষে রয়েছে Jet tour. এই Jet আমাদেরকে পাহাড়ের গুহার ভেতর অন্ধকার বন্ধুর পথে চলতে চলতে নিয়ে গেল আগ্নেয়গিরির সর্বোচ্চ শৃঙ্গে। মাটি থেকে যার উচ্চতা প্রায় ১০০ মিটার। অ্যারাবিয়ান কোস্টে দেখা পেলাম আলাদীনের চেরাগের সেই ভূতের। যাদুকরের আহ্বানে আমাদের সকলের সামনে সেই দৈত্য হাজির হলো এবং তার নানান অবাক কান্ডগুলো দেখাতে আরম্ভ করলো। যখন মূল কেন্দ্র থেকে বের হলাম, তখন বাস্তব জগতে এসে চমকে উঠলাম আর ভাবলাম, এতোক্ষণ কি এক দীর্ঘ স্বপ্নের ভেতর স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করছিলাম? যেখানে ছিলো শুধু আনন্দ ও বিনোদন? তাই স্বপ্ন ভাঙায় যেমন কষ্ট পাচ্ছিলাম, তেমনি আমাদের দেশের অগণিত বঞ্চিতের কথা ভাবছিলাম।

ব্রা া স া সি া য়া

ভ্রমণ বিভ্রাট

এ ধরনের আচরণ ভ্রমণের পুরো মজাটাই নষ্ট করে দেয়

জানুয়ারিতে আমার ফ্লাইট ছিল সৌদিয়া বিমানে। ঢাকা-রিয়াদ-মিলান। যথা-রীতি এয়ারপোর্টে এলাম। লাগেজ হ্যান্ড লাগেজ মিলিয়ে তিনবার চেক হলো, সেখানে মিলানে হয়েছিল একবার। শেষবার চেক করল সৌদিয়া বিমান কর্মীরা। তাচ্ছিল্য ভরে ওলট-পালট করে দেখছিল সবার হ্যান্ড লাগেজ। মনে হল এগুলো এনে সব যাত্রীই অপরাধ করেছে। দ্বিতীয় দফা চেকিং-এর সময় একজন বাংলাদেশী ইমিগ্রেশন কর্মী আমাকে বললো আপনার নেইলকাটারটি বের করুন। আমি জিনিসটি ব্যাগ থেকে বের করে ওনার হাতে দিতে দিতে বললাম, গত সপ্তায় আসার পথে কোনো এয়ারপোর্টেই এটা বহন করতে নিষেধ করেনি। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ওটা আমার গায়ের দিকে ছুঁড়ে মারল। ভাগ্যিস ওটা গায়ে না লেগে ৫০/৬০ হাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল। কোমড়ে কষে

ওড়না বাঁধা পাশের মহিলা কর্মীটি বললেন, একবার না বলেছি ওটা নিতে পারবেন না, তারপরও এত কথা কেন? আমি কিছুটা হতভম্বের মতো হয়ে গেলাম। এতগুলো লোকের সামনে ক্ষোভে লজ্জায় ভেতরে ঘেমে যাচ্ছিলাম। হাতে সময় নেই তাই কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ গিয়ে বিমানে বসলাম, এখানে আর এক কান্ড, বিমানের সিটে কোনো নম্বর নেই। যে যেখানে পারছে বসে যাচ্ছে। নো স্মোকিং সাইন থাকা সত্ত্বেও আমার পাশের যাত্রীটি ধূমপান করছিল। অগত্যা টিকতে না পেরে অন্য জায়গায় গিয়ে বসলাম। রিয়াদ এয়ারপোর্টে আমাদের আট ঘন্টা ট্রানজিট। মিলানগামী প্লেনে ওঠার আগে রিয়াদ এয়ারপোর্টে আমাদের নতুন বোর্ডিং পাস দিচ্ছিল। ডেস্কে কর্মরত কর্মীটির পাশেই তার সহকর্মীটি আয়েশ করে ধূমপান করছিল। আমি ভদ্রতার সঙ্গে পাশে টাঙানো সাইন বোর্ডটির প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, যেখানে আরবি ও ইংরেজি ভাষায় লেখা এয়ারপোর্টের সব অংশেই ধূমপান নিষিদ্ধ। কর্মীটি চটে গিয়ে আরবি ধাঁচের উচ্চারণে ইংরেজিতে বললো, এতে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?' হ্যাঁ তাইতো, এতে আমার মাথাব্যথা কেন? ওই সাইনবোর্ডতো মিশকিনদের জন্য প্রযোজ্য , সৌদিদের জন্য নয়। ইউরোপগামী বাংলাদেশী সহযাত্রী ভাইটি আমাকে প্রবোধ দিচ্ছিল, ভাই ছেড়ে দিন, আইয়ামে জাহেলিয়াত থেকে ওরা এতটুকুন এগিয়ে এসেছে কেবল আল্লাহ তেল সম্পদটা দিয়েছিল বলে। বিমানে ফ্লাইট এটেনডেন্ট বার বার যাত্রীদের আঙুল ঝুলিয়ে বলছে Sit down Sit down. বাক্যের আগে-পিছে কোন সৌজন্যমূলক শব্দ ব্যবহার না করেই। তাদের কথাবার্তা আর এই কর্মীটির আচরণই আমাকে ইঙ্গিত দিচ্ছিল চৌদ্দশত বছর পূর্বে আরবগণ কতখানি সভ্য ছিল।

AL Mamun
Via-Montello-35, 25100 Brescia, Italy

কা ও য়া সা কি

সূর্যদেবতার দেশে

জাপান আধুনিক প্রযুক্তির শীর্ষে অবস্থান করলেও এখনো কিছু কিছু মিথ প্রচলিত রয়েছে

আজকের জাপান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেশ। তবে বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, কিছু অতিলৌকিক ধ্যান-ধারণা, প্রথা-প্রচলন অধ্যাবধি সমাজ জীবনে ছড়িয়ে আছে; এগুলো জাপানি সংস্কৃতিরই অংশ বিশেষ। এ দেশের প্রাচীন ইতিহাস প্রচলিত কিংবদন্তি মীথ এবং প্রাপ্ত প্রত্নতত্ত্বের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা রূপকথার কাহিনীর মতো!

কথিত আছে, স্বর্গলোকের সর্বশেষ প্রজন্ম ইজানাগি ও ইজানামী দম্পতি জাপান দ্বীপপুঞ্জের জন্ম দান করে। দেবতাদের দরবার হলে কোনো এক প্রত্যুষে ঐ দম্পতির ডাক পড়ে, সম্ভোগলীলার শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে তখনই স্বর্গত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। পথের সম্বল হিসেবে বিশেষ জলীয় পাত্রে রাখা একখানা বল্লম তুলে নিয়ে যেতে বলা হয়। এ সময়ে বল্লমের সূচালো অগ্রভাগ হতে কিছু জলকণা নিচের বিশাল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলে এক শ্যামল মনোলোভা দ্বীপপুঞ্জ ভেসে ওঠে। ইজানাগি ও ইজানামী দম্পতি মহাআনন্দে সেখানে নেমে এসে এক বিশাল প্রাসাদ তৈরি করে সংসার গড়ে তোলে। ক্রমে ক্রমে তাদের সংসারে জন্ম নেয় 'আমাতেরাসু ওমি কামি' (সূর্যদেবী) এবং পুত্র সন্তান 'সুসানোউ'। জাপানের জাতীয় পতাকার সাদাজমিনের মাঝে লাল সূর্য দেবতার স্মারক চিহ্ন ধারণ করছে।

দেবতার কল্পিত প্রতিকৃতি

দেবতা 'সুসানোউ' হিনো নদীর তীর ঘেঁষে বেড়ানোর সময় একদিন দেখতে পেলেন কিছু বাসনপত্র জলে ভেসে আছে। তার ধারণা হলো, নদীর উজানভাগে হয়তো কোনো বসতি রয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে তিনি এক জীর্ণ কুটিরে উপনীত হয়ে দেখতে পেলেন, বাবা-মা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে করুণ সুরে বিলাপ করছে। ভক্তের দুয়ারে দেবতার আগমনে তারা কিছুটা ভরসা পেয়ে নালিশ জানালো; তাদের আটটি কন্যা সন্তান ছিলো, আট মাথাওয়ালা এবং আটখানা লেজধারী এক বিশাল সর্প পাহাড় থেকে নেমে এসে প্রতি বছর তাদের একটি করে কন্যা সন্তান গোগ্রাসে গিলে চলে যায়। এ বছরও সাপটি নেমে আসার দিন ঘনিয়ে এসেছে, শেষ মেয়েটিকেও হারাতে হবে বলে তারা শোকে পাগলপারা। দেবতার পরামর্শে তখন কুটিরের বাইরে আটটি সুদৃশ্য তোরণ তৈরি করে প্রতিটির পেছনে আটটি বিশাল পাত্রে ঝাঁঝালো মদ ঢেলে রাখা হলো। নির্দিষ্ট দিনে মনের আনন্দে সাপটি হেলেদুলে পাহাড়ি পথ বেয়ে নেমে এলো। একাধিক তোরণ দিয়ে প্রবেশ করতে গিয়ে সে মদের সুস্বাদু ঘ্রাণে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হলো। একে একে আটটি সুরাভান্ড নিঃশেষ করে মাতাল সাপটি বেঘোর ঘুমে ঢলে পড়ে।

M.A Subhan
Kawasaki-Japan

প্যা । রি । স

অপারেশন লাদেন

লাদেন অপারেশনে সারা বিশ্বই তৎপর। তবে তার অবস্থান এখনো অনিশ্চিত

সম্প্রতি আফগানিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পঙ্গুত্বের মূল কারণ হচ্ছে ওআইসি'র ব্যর্থতা। ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন টুইন টাওয়ার ধ্বংসে অভিযুক্ত হবার পর ওআইসি যদি লাদেন ও মোল্লা ওমরকে নেদারল্যান্ডের নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের জন্য হাজির করতো তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে এত বড় ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাবার অজুহাত পেতো না এবং প্রয়াস খুঁজলেও বিশ্ব বিবেক তখন বাধা দিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সাম্প্রতিক আফগানিস্তান অভিযানকে নাম দিয়েছে অপারেশন লাদেন। অপরারেশন লাদেন নামে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পোস্টারিং হয়েছে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সের টিকিটে সম্প্রতি কৌশলগতভাবে প্রকারান্তরে লাদেন মারার ট্যাক্সের ছন্ন বরণের মাধ্যমে ব্যাপক চাঁদাবাজি চলছে। অথচ লাদেন আছে কি নেই তা এখনও স্পষ্ট নয়। লাদেন জীবিত কি মৃত তালেবান নেতৃবৃন্দ বা ওআইসি এখন তা জানলেও বলবে না। কিছুটা হলেও ইমেজ রক্ষার্থে তারা এখন এটা গোপন রাখবে। কেননা, আফগানিস্তানে এতো বড় অভিযানের পরও লাদেন ও মোল্লা ওমরকে খুঁজে বের করতে অক্ষম হওয়া সিআইএ ও এফবিআই-এর এক মারাত্মক ব্যর্থতা। লাদেন আফগানিস্তানে প্রথম আসে ১৯৭৯ সালে। মোল্লা ওমর প্রথম দৃশ্যপটে আসে একটি খুনের মাধ্যমে। লাদেন ইসলামী বিশ্বের সার্বিক সহযোগিতা ও সমর্থন না পাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে লাদেন আরব রাষ্ট্রগুলোর বর্তমান সরকারসমূহকে উৎখাত করতে আগ্রহী এবং এরপর এসব রাষ্ট্রে আফগানিস্তানের অনুরূপ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে তার প্রথম পরিকল্পনা ছিল মধ্যপ্রাচ্য থেকে মার্কিন সৈন্য হটানো। সৌদি আরব সরকার লাদেনের বিরুদ্ধে অস্ত্র চোরাচালানের অভিযোগ এনে তার নাগরিকত্ব বাতিল করলে লাদেন প্রথমে সুদানে এসে আশ্রয় নেয়। লাদেন ১৯৯৫ ও '৯৬ সালে সৌদি আরবে আমেরিকান স্থাপনায় গাড়ি বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত বলে সৌদি আরবের অভিযোগ রয়েছে। লাদেন '৯১ সাল থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত সুদানে ছিলেন। সুদান থেকে লাদেনকে বহিষ্কারের পর লাদেন '৯৬-এর মে মাসে আফগানিস্তানে আসে প্রায় স্থায়ী বসবাসের জন্য।

ওসামা বিন লাদেন

মোঃ জাহাঙ্গীর খান বাঙ্গালী
141, Rue D`Alesia, 75014-paris, France

বো । জে । ন

একটি নতুন আশার আলো

বর্তমানে এ দেশে বাংলাদেশীদের সংখ্যা ৫০ হাজারের কম নয়। এই বিশাল জনগোষ্ঠী দেশের খবরা-খবরের জন্য সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশী পত্র-পত্রিকার ওপর নির্ভরশীল

ইউরোপ, ইংল্যান্ডের পরেই ইটালিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংখ্যা সর্বাধিক। একটা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বর্তমানে এ দেশে বাংলাদেশীদের সংখ্যা ৫০ হাজারের কম নয়। এই বিশাল জনগোষ্ঠী দেশের খবরা-খবরের জন্য সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশী পত্র-পত্রিকার ওপর নির্ভরশীল। কারণ ইটালিতে এখনো উল্লেখযোগ্য কোনো বাংলা প্রিন্ট মিডিয়া গড়ে ওঠেনি। যেমনটি গড়ে উঠেছে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায়। ইটালিতে মূলত ব্যাপক বাংলাদেশীর আগমন '৯০-এর দশকে। ফলে তখন থেকেই এখানে অবস্থানরত সবাই বাংলাদেশী দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার ওপর নির্ভরশীল। এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলাদেশীরা সরাসরি দেশের দৈনিক পত্রিকার চাইতে ইন্টারনেট পত্রিকার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে বেশি। বিশেষ করে রাজধানী রোমের পিয়াচ্ছা ভিকটোরিয়াতে (বাঙালিপাড়া) প্রতিদিন সকালে ইন্টারনেট পত্রিকা হাতে বাঙালি হকারদের ভোক্তাদের কাছে যেতে দেখা যায়।

এই সুযোগে ইন্টারনেট পত্রিকা বিক্রয়কে পেশা হিসেবেও নিয়েছেন অনেকে। নবাগত ব্যবসায়ীরা রাতে কম্পিউটার থেকে কপি বের করে সারা রাত ফটোকপি ও বাইন্ডিং-এর কাজ করে। যাতে সকাল হতে না হতেই ভোক্তাদের হাতে দেশের গরম-গরম তাজা খবর তুলে দেয়া যায়। ইন্টারনেট ইটালিতে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের দৈনিক পত্রিকার চাহিদা মেটাতে সক্ষম হলেও সাপ্তাহিক পত্রিকার ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণরূপে দেশের পত্রিকার ওপর নির্ভরশীল। (বিচিত্রা অধুনালুপ্ত) বন্ধ হবার পর সাপ্তাহিক পত্রিকার পাঠক সামাজ তৃষ্ণাকাতর এক চাতকে পরিণত হয়। দিন যায়, মাস যায় কিন্তু অপেক্ষার প্রহর শেষ হয় না। এমনি এক দমরুদ্ধ পরিবেশে সাপ্তাহিক ২০০০ আসে বাজারে। দেশের পাঠক-পাঠিকাদের মতো আমরা প্রবাসীরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

শিশু ২০০০-এর শরীর থেকে আতুড়ের গন্ধ যেতে না যেতেই সে পরিণত হয় সর্বজন নন্দিত একটি আদর্শ সাপ্তাহিকে। সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী ও তার সাহসী সহযোগী একদল পরীক্ষিত সাংবাদিক নিরপেক্ষ আধুনিক যুগোপযোগী ও মননশীল লেখা দিয়ে প্রবাসের বিশাল পাঠক সমাজকে মুগ্ধ করে তোলে। ইতিমধ্যে প্রবাস জীবন বিভাগে ইটালি বিশাল জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করে লেখিকা ইফ্‌ফাত আরা, মানিক চৌধুরী, রেজাউল করিম মৃধা, ইসহাকুর রহমান পলাশ, জাকিয়া সুলতানা লীজা প্রমুখদের লেখার মাধ্যমে ইটালিতে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ইটালিতে যে পরিমাণ সাপ্তাহিক ২০০০ আসে তা এই বিশাল পাঠক সমাজের জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং ইটালির জন্য কোটা বৃদ্ধি এবং এখানে পত্রিকার স্থায়ী প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যাপারটা বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

Sk. Mohitur Rahman Bablu, Mulgasse-16
39040 Tramin, Bozen, Italy

ব্রু । না । ই

একুশ উৎসব উদযাপন

ব্রুনাইতে বাংলাদেশ কম্যুনিটির শিল্পীরা সমবেত কণ্ঠে একুশের গান পরিবেশন করছে

অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে চীনসাগরের তীরের ছোট্ট দেশ ব্রুনাই দারুসসালামে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিসব উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ব্রুনাইস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কবিতা পাঠের আসর ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ব্রুনাইতে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও ডা. মজিবুর রহমানের সর্বাত্মক আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ হাইকমিশন কর্তৃক আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সকাল ৯টায় বিপুল সংখ্যক শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রবাসে বাংলাদেশী কোমলমতি শিশু-কিশোরদের হাতে আঁকা বাংলাদেশের ঐতিহ্য, প্রকৃতি, মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, শিশু অধিকার, শিক্ষাসহ নানা বিষয়ক চিত্র উপস্থিত দর্শকদের বিশেষভাবে বিমোহিত করে। এরপর শুরু হয় আলোচনা পর্ব। ডা. সেলিম , অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ডা. শাহ আলম, ড. আকবর আলী প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। কবিতা পাঠ করেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ড. রশিদ, নাহিদসহ আরো অনেকে। এরপর শুরু হয় মহান একুশ স্মরণে সমবেত কণ্ঠে একুশের গান। বাংলাদেশ কম্যুনিটির সকল শিল্পী-কলাকুশলী প্রাণবন্ত মনোজ্ঞ সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।

Mirza Zakir, 10, Hj Daud Complex,
Jalan Gadong, Brunei,
mirza_zakir@hotmail.com

কু । য়ে । ত

হ্যালো বাংলাদেশ

কেমন আছে বাংলাদেশ? পত্রিকার পাতা খুললেই দুশ্চিন্তায় ভুগি

সাপ্তাহিক ২০০০ প্রবাসীদের সঙ্গে এক সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছে। কারণ এতে থাকে আমার সোনার বাংলার কথা। থাকে চলমান ঘটনা প্রবাহ। সঙ্গে থাকে প্রবাসী বন্ধুদের লেখা। প্রবাস জীবনে যে কত রকম কষ্ট জড়িয়ে আছে একমাত্র প্রবাসীরাই এই রূঢ় বাস্তবতা সম্পর্কে জানে। যেমনি কাজ পাওয়া দুর্লভ তেমনি মালিকের সন্তুষ্টি অর্জনও সহজলভ্য নয়। পান থেকে চুন খসলেই কত রকম কৈফিয়ত দিতে হয়। হতে হয় নাজেহাল, আবার রয়েছে বেতন পাওয়ার অনিশ্চয়তা। তাছাড়া তো আছেই আমাদের দূতাবাসের বৈরী আচরণ। তবুও আমি প্রবাসের এই দুর্দশাকে পাত্তা দেই না। কারণ দেশবাসীর দুঃখ দুর্দশার কাছে প্রবাসের যন্ত্রণা তেমন কিছু নয়। যেহেতু পরদেশে থাকি সেহেতু তাদের অশুভ আচরণটা স্বাভাবিক, কিন্তু আপন দেশের নাগরিকরা একই সমাজে আবদ্ধ থেকে একে অপরের প্রতি যে জঘন্য আচরণ করছে তা দেখে আমি যন্ত্রণায় কাতর। বার বার মনে পড়ে দেশের কথা। একটি বারের জন্যও ভুলতে পারি না। বার বার মনে পড়ে সিমি, মহিমা, ফাহিমাদের কথা। কেমন আছে তাদের উত্তরসূরিরা? নাকি তারাও ওদের মতো আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত? পত্রিকার পাতা কি সুখের বার্তা বয়ে আনবে না? প্রবাসে বসে কি শুনতে পাবো আর কোনো বোনকে ধর্ষণ করে তার নগ্ন ছবি প্রচার করছে না। প্রতিদিন খবরের কাগজ ভরে আসছে খুন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নি সংযোগ আর সংখ্যালঘুদের ওপর অমানবিক নির্যাতনের খবর। এসব শুনে প্রবাসীদের কর্মস্পৃহা অকেজো হয়ে যায়। সব সময় আতঙ্কে থাকতে হয়। পরিবার পরিজনরা নিরাপদ আছে! না এই বুঝি চলে এলো কোনো দুঃসংবাদ! বার বার কেবল জানতে ইচ্ছা করে কেমন আছে বাংলাদেশ।

Noor, C/o Kabeer, P.o. Box-33860, AL-Rawda, State of Kawait

নি । উ । ই । য় । র্ক

এ কোন স্বদেশ

দেশ যেভাবে চলছে এভাবে চলতে পারে না। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে ভোট দিয়ে নতুন সরকারকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছে। কিন্তু তারা কি পারছে প্রত্যাশা পূরণ করতে?

এক সময়ে দেশ-বিদেশে বহুল আলোচিত সমালোচিত সাপ্তাহিক বিচিত্রা যেভাবে পাঠক মহলে সর্বশ্রেণীর মানুষের মনের আসনে ঠাঁই নিয়েছিলো আজ সেই একই কান্ডারী সম্পাদনা করছেন সাপ্তাহিক ২০০০। কিছু সংখ্যক প্রাণবন্ত, নিরলস তরুণ নিয়ে বর্তমান মিডিয়া জগতের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে নতুন প্রজন্মদের কথা ভেবে সম্পাদক শাহাদত সাহেব দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে নতুন স্টাইলে নতুন শতাব্দীর বাহক, নতুন পত্রিকাটি প্রকাশ করছেন। এই পত্রিকার প্রধান প্রতিবেদক গোলাম মোর্তোজার বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন আমি পড়েছি। আমার ভালো লেগেছে। নিউইয়র্কে অনেক পত্রিকা তার লেখা ছাপিয়েছে। তার বলিষ্ঠ লেখা অনেকের কাছে সমাদৃত। অনেক প্রশংসার দাবিদার।

গত ১৫ মার্চ সংখ্যা 'মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কথা নয় কাজ অথবা পদত্যাগ' প্রচ্ছদটি আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি পড়ে বিস্মিত। আমি শংকিত। আমি আতঙ্কিত, না জানি কবে শুনি আমার প্রিয় সাপ্তাহিক ২০০০ বন্ধ হয়ে গেছে। কিংবা সাংবাদিককে পাঠিয়েছেন শ্রীঘরে। কারণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইতিমধ্যেই প্রথম আলোর সাংবাদিক পারভেজ খানকে স্টুপিড, তোমার কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। তোমাকে আমি সাংবাদিকতা শিখিয়ে দেবো বলে দিয়েছেন। হয়তো অ্যাকশান শুরু হবে। তাতে কোনো লাভ হবে না। আগের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শিক্ষা নিন। গত পাঁচ মাসে আপনার আমলে ১২১৯ জন মারা গেছেন, ধর্ষিতা হয়েছে ৭২০ জন, এর মধ্যে ১৭১ জন শিশু। গড়ে প্রতিদিন ৮ জন মারা গিয়েছে। গোলাম মোর্তোজা আরো উল্লেখ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রঙিন চশমায় সবই রঙিন দেখেন। রাজনীতিতে কোনো সত্য কথা নেই।

যার জন্য তিনি বলেছেন দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক। মিথ্যা ও অসত্য দিয়ে জনগণকে ফাঁকি দেয়া যাবে না। সন্ত্রাসীরা সারা বাংলাদেশকে অক্টোপাসের মতো বেঁধে ফেলেছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এদের বিচরণ। রাজনীতিতে সন্ত্রাসীদের এক বিরাট আধিপত্য। রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় দানবদের তান্ডব। নিজেরাই কায়েম করেছে সন্ত্রাসের রাজত্ব। অথচ নির্বাচনে বিপুল ভোট দিয়ে জনগণ বিএনপিকে ক্ষমতায় বসায়। সন্ত্রাসী নির্মূল করার লক্ষ্যে। অথচ ক্ষমতায় আসার পর নতুন সরকার সব প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছে। তারা আগের স্টাইলেই চলতে চাচ্ছে। জনগণ ভোট দিয়ে হতাশায় ভুগছে। অর্থনীতির অবস্থা ভালো নয়। সম্প্রতি প্রবাসী এক বন্ধু দুই সপ্তাহের জন্য ঢাকা গিয়ে তিনদিন পরই সপরিবারে ফিরে এসেছেন। রাত দু'টোয় বাসায় ফোন করে বলে আপনার ছেলে মেয়ে দেখতে বেশ সুন্দর, নাদুস নুদুস। দেখা করতে আসবো। বেচারা জীবনের ভয়ে পরের দিনই ফিরে এলেন নিউইয়র্কে।

আমরা প্রবাসীরা দেশে ফিরে আসতে চাই কিন্তু তার আগে দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি চাই। জীবনের নিরাপত্তা চাই। সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ চাই।

Shafiuddin Kamal
New York

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। প্রবাসীদের সঙ্গে এ সংযোগটা আমরা চাচ্ছি। প্রবাসীদের অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। লিখুন পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় কাহিনী। লিখুন দূতাবাস সমস্যা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, সন্তানের শিক্ষা, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। ২০০০-এর দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। আপনারা লিখুন। সঙ্গে ছবি দিন। ছবি আপনার লেখাকে সমৃদ্ধ করবে। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।- **বিভাগীয় সম্পাদক**

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.